ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা - ৭ ... কলাম - ৫ ...

প্রস্তাবিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ড. তারেক শামসুর রেহমান

আগামী [illegible] রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হচ্ছে। এ খবরটি আমাদের জানিয়েছেন বাণিজ্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা গত ৫ জুলাই। টিভিতে দেখলাম তিনি সাবেক একজন উপাচার্যকে সাথে নিয়ে প্রস্তাবিত এলাকাটিও পরিদর্শন করেছেন। তিনি এ কথা আমাদের জানিয়ে নিতে ভোলেননি যে, কয়েকটি বিভাগ নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এ খবরে রংপুরবাসী খুশী হবেন নিঃসন্দেহে। উত্তরাঞ্চলের মানুষ তো দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে আসছেন। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাও আছে। যেখানে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রদের ভর্তি করতে পারছে না, সেখানে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সাথে সাথে বেশ কিছু প্রশ্নও এসে যায়-যেখানে এখন পর্যন্ত একজন প্রকৃত পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি, সেখানে উপাচার্য নিয়োগ তো দূরের কথা, সেখানে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে দেবো। একটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাই একটি সুদূর পরিকল্পনা, চাই 'ভিশন'। হুট করে তাড়া বাড়ীতে ক্লাস শুরু করে দিলেই, সেটাকে আর যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাবে না। আমরা হর-হামেশা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমালোচনা করি। সেখানে শিক্ষক নেই, ক্লাস রুম নেই, লাইব্রেরী নেই, ল্যাব নেই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই চিত্র খুব আশার কথা বলে না। এ দেশের সুধী সমাজের একটা বড় অংশই তাড়া বাড়ীতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তকে বারবার সমালোচনা করেছেন। আজ রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় চালু হলে, আমরা এর কী জবাব দেবো? তাড়া বাড়ীতে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে পারে, ক্লাস নেয়া যায় না। তাড়া বাড়ীতে আর যাই হোক শিক্ষার পরিবেশ থাকে না। বাড়ীগুলো তৈরি করা হয় বসবাসের জন্য, ক্লাস রুমের জন্য নয়। রংপুরে একাধিকবার গেছি। কারমাইকেল কলেজে শিক্ষার যে পরিবেশ আমি দেখেছি, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে, ক্লাস রুমের সমস্যা থাকতো না।

শিক্ষার পরিবেশও পাওয়া যেত। বিশাল ক্যাম্পাস, যা ছাত্রদের মানসিকতা বিকাশের জন্য যথেষ্ট। এখন ভাড়া বাড়ীতে ক্লাস নিয়ে আমরা কেমন শিক্ষার্থী তৈরি করবো? মনে রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে শুধুমাত্র ক্লাসরুমে যোগ দেয়া আর শিক্ষকদের 'লেকচার' শোনাকেই বোঝায় না। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আরো অনেক কিছু বোঝায়। সাংস্কৃতিক চর্চা, ডিবেট, খেলাধুলা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক-ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝায়। সবচেয়ে বড় কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি ক্যাম্পাস খুবই জরুরী, যেখানে থাকবে প্রচুর গাছপালা। তাড়া বাড়ীতে আমরা কী তা পাব? যে ৭৫ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠবে, সেখানে অচিরেই বহুতল ভবন তৈরি করে, সেখানেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যায়। যদি অফেট বরদ্দ থাকে, তাহলে অতি দ্রুত সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়। 'দুই শিফটে' কাজ করলে একটি ভবন নির্মাণ করতে বেশি সময় লাগে না। বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হলে আমরা যদি আরো ৫-৬ মাস অপেক্ষা করি, তাতে ক্ষতি কি? আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এই প্রস্তাবটি রাখছি। কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে, যে বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার কার্যক্রম শুরু করবে। এখানে আমার আপত্তি রয়েছে। বিষয়গুলোর মধ্যে ব্যবসা প্রশাসনও রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশে কত এমবিএ'র প্রয়োজন? দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে বিবিএ-এমবিএ রয়েছে। সেইসাথে ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও রয়েছে বিবিএ। এখানে কী পড়ান হয়, আল্লাহ মালুম। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঠিকই তারা একখানা এমবিএ'র সার্টিফিকেট জোগাড় করছেন। বেসরকারি বাংকগুলো এখন ৭ হাজার টাকা দিয়ে এমবিএ'র ছাত্র চাচ্ছে। তারা পাচ্ছেনও। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলোতে বিবিএ'র পুরো সিলেবাস অনুসরণ করা হয়-এক কেউ বলবে না। কিন্তু সার্টিফিকেট তারা পান বটে। কখনও কখনও সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তারা ঐ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। আমি অনেক বিবিএ'র ছাত্রকে দেখেছি যারা বাংলাবাজারে গিয়ে বাংলায় ব্যবসা প্রশাসনের বই খোঁজেন। এ ধরনের বই বাজারে রয়েছেও বেশ ক'খানা। ঢাকার বাইরে যে ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং যেখানে বিবিএ রয়েছে, সেখানে বিবিএ পড়ানোর মত শিক্ষক নেই। এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পড়ানোর মত শিক্ষক কী আমরা তৈরি করেছি? আজ রংপুরে কেউ কী বিবিএ পড়ানোর জন্য যাবেন? যাবেন না। ফলে বিবিএ'র শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। অথচ রংপুরের জন্য কৃষির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কৃষি অনুষদ চালু করাটা জরুরী। এবং সেটা করতে করলেই ভালো হয়। মানবিক কিংবা সামাজিক বিজ্ঞান থাকুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু বাজার উপযোগী কিছু বিষয় চালু করা যেতে পারতো। যেমন অর্থায়ন বিভাগ, যেখানে বেশ কটি বিদেশী ভাষায় গ্রাজুয়েট তৈরি করা হবে। বিদেশে আমাদের শ্রমশক্তির চাহিদা বাড়ছে। নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ইউরোপে একসময় আমাদের শ্রমশক্তির বাজার ছিল না। এখন বাজার হচ্ছে। কিন্তু অর্থাগত সমস্যার কারণে আমরা বাজার ধরতে পারছি না। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া এমনকি রাশিয়াতে আমাদের শ্রম শক্তির একটি চাহিদা রয়েছে। শ্রম শক্তির এই বাজার বর্তমান ৮ বিলিয়ন ডলারের। এটা খুব সহজেই ১৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে আমাদের শ্রম শক্তির বড় বাজার। এখানে অনেক শ্রমিকরাই বেশি যায়। অর্থাগত সমস্যার কারণে আমাদের দক্ষ শ্রমশক্তির একটি বড় বাজার সেখানে গড়ে তুলতে পারিনি। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন দক্ষ জনশক্তির (যেমন নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট) বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে। কিন্তু নেই এদেরকে বিভিন্ন অর্থায় দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার কোন সুযোগ। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই সুযোগটি নিতে পারে। এটি হতে পারে ব্যতিক্রমধর্মী একটি উদ্যোগ। প্রস্তাবিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি কিংবা অর্থনীতির মত বিষয় থাকবে বলে শিক্ষা উপদেষ্টা আমাদের জানিয়েছেন। দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই এই বিভাগগুলো রয়েছে। এমনকি রংপুরের কারমাইকেল কলেজেও এই বিষয়গুলো রয়েছে। তাহলে পার্থক্যটি কোথায় হল? আমরা তো চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠুক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিবর্তে আমি চাই 'গভর্নেন্স স্টাডিজ'। এই বিভাগটি বেশ আধুনিক ও যুগোপযোগী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিবর্তে এই ধরনের একটি বিভাগ চালু করা যেতে পারে। এমনকি বাংলাদেশ স্টাডিজ নামেও ভিন্নধর্মী একটি বিভাগ চালু করা যেতে পারে, যেখানে বর্তমানের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস জানবে। জানবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। এমনকি এখানে বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণাও হবে। বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব রাখছি। একই সাথে অর্থনীতির পরিবর্তে ক্ষুদ্র ঋণ, এনজিও কার্যক্রম ও কৃষি অর্থনীতিকে সামনে রেখে নতুন একটি বিভাগ গড়ে তোলা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একটা পার্টনারশীপ গড়ে তোলা যেতে পারে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ধারণা বদলাতে হবে। শুধুমাত্র সরকারই অর্থ যোগান দেবে-এই মানসিকতা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। টেক্সটাইল এ আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। বিদেশে আমাদের বাজারও রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের একটি নেতৃত্ব শিল্প স্বীকৃত। কিন্তু দুঃখ লাগে যখন দেখি শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সেক্টরটি প্রচণ্ডভাবে অবহেলিত। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে বটে। কিন্তু তা যথেষ্ট যুগোপযুগী বলে মনে হয় না। এখানে বিজিএমসি'র সহযোগিতা নিয়ে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলাদা অনুষদ গড়ে তোলা যায়। আমরা এখান থেকে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারবো। এজন্যই প্রয়োজন এমন একজন ভিসির, যিনি আধুনিকমনস্ক ও যুগের চাহিদার সাথে তাল রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলবেন। তবে মনে রাখতে হবে এখানে সংকীর্ণতা যেন প্রাধান্য না পায়। যিনি দক্ষ, যোগ্য ও চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন-তাকেই যেন ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি যদি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা না হোন, তাহলেও।

> *কিন্তু দুঃখ লাগে যখন দেখি শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সেক্টরটি প্রচণ্ডভাবে অবহেলিত। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে বটে। কিন্তু তা যথেষ্ট যুগোপযুগী বলে মনে হয় না। এখানে বিজিএমসি'র সহযোগিতা নিয়ে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলাদা অনুষদ গড়ে তোলা যায়। আমরা এখান থেকে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারবো। এজন্যই প্রয়োজন এমন একজন ভিসির, যিনি আধুনিকমনস্ক ও যুগের চাহিদার সাথে তাল রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলবেন।*

প্রাসঙ্গিকভাবেই আরো একটি কথা বলতে হয়। তা হচ্ছে বরিশাল শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ এখন কী? রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন আইন সংসদে পাস হয়নি। এটি পাস হতে হবে। কিন্তু বিগত জোট সরকারের সময় শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনটি পাস হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রধান উপদেষ্টা অতি সম্প্রতি বরিশালে যে সুধীসমাজের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে তিনি 'অতিক্রুত' প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু করার ওয়াদা করেছিলেন। শিক্ষা উপদেষ্টাও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এখন শুধুমাত্র রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ঘোষণা আসায় বরিশালবাসী এক ধরনের মনঃকষ্টে ভুগতে পারেন। শিক্ষা উপদেষ্টার উচিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে একই ঘোষণা দেয়া। যদি শিক্ষা উপদেষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী রংপুরে ভাড়া বাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা যায়, তাহলে বরিশালেও ভাড়া বাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু করা যেতে পারে। আমি চাই ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবছরে বরিশাল শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হোক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। আমরা চাই না এমনটি হোক।

[লেখক: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক সদস্য ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।]